সমকাল

তারিখ 10 MAR 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7

পিরোজপুরে ছাত্রদল নেতা নিহত

বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষে আহত ৭২

■ সমকাল ডেস্ক

প্রথম ধাপের ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনে গত বৃহস্পতিবার থেকে আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরুর পর থেকেই দেশের বিভিন্ন স্থানের নির্বাচনী এলাকায় হাঙ্গামা অব্যাহত রয়েছে। মঙ্গলবার রাতে পিরোজপুরের নাজিরপুরে নির্বাচনী প্রচার শেষে বাড়ি ফেরার পথে প্রতিপক্ষের হামলায় নিহত হয়েছেন ছাত্রদল নেতা সামসুল হক। এ ছাড়া গতকাল বুধবার ও আগের দিন রাতে মুন্সীগঞ্জের সিরাজদীখান, খুলনা, সিরাজগঞ্জ, কুমিল্লাসহ বিভিন্ন স্থানে প্রতিপক্ষের হামলায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৭০ জন। বাউফলে বিএনপির কর্মীরা নৌকা প্রতীকের অফিসে হামলা চালিয়ে বঙ্গবন্ধু ও প্রধানমন্ত্রীর ছবি ভাংচুর করেছে।

পিরোজপুর প্রতিনিধি জানান, মঙ্গলবার রাতে নাজিরপুর উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক ও শেখমাটিয়া ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মো. সামসুল হক ছোট্ট বিএনপির চেয়ারম্যান প্রার্থী তৌহিদুল ইসলামের কর্মিসভা শেষে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে রঘুনাথপুর ইক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কাছে আওয়ামী লীগের প্রার্থী এসএম কাইউম উজ-জামানের কর্মীরা তাকেসহ আরেক কর্মীকে কুপিয়ে আহত করে। পরে তাদের খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে রাত ১টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সামসুল হকের ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

পিরোজপুরে ছাত্রদল

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

মৃত্যু হয়। এ ঘটনার জেরে বিএনপির উত্তেজিত কর্মীরা ইউনিয়নের হুলারচরে এসএম কাইউম উজ-জামানের তিন কর্মীকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ও কুপিয়ে আহত করে। গুরুতর আহত নুরু মুন্সী (৩২), জাহিদ হাওলাদার (৩০) ও ফাইজুলকে (৩৫) খুলনা আড়াইশ' শয্যা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সকালে পিরোজপুর পুলিশ সুপার ওয়ালিদ হোসেন, সহকারী পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোল্লা আজাদ হোসেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তবিবুর রহমান ও নাজিরপুর থানার ওসি নাসির উদ্দিন মল্লিক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

মুন্সীগঞ্জ ও সিরাজদীখান প্রতিনিধি জানান, উপজেলায় লতব্দি ইউনিয়নের খিদিরপুর গ্রামে গতকাল সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগের প্রার্থী এসএম সোহরাব হোসেনের কর্মিসভা চলাকালে দলের বিদ্রোহী প্রার্থী হাফেজ ফজলুল হকের সমর্থকরা হামলা চালায়। এতে দু'পক্ষের সংঘর্ষে কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়। বিদ্রোহী প্রার্থী ফজলুল হক জানান, প্রচারকাজ চালানোর সময় আমাদের মোটরসাইকেল ভাংচুরসহ একাধিক সমর্থককে মারধর করে সোহরাবের লোকজন। অন্যদিকে এসএম সোহরাব হোসেন বলেন, খিদিরপুর মাঠে কর্মিসভা চলাকালে হঠাৎ করে বেশ কয়েকটি মোটরসাইকেল নিয়ে প্রতিপক্ষ প্রার্থীর সমর্থকরা আমার কর্মীদের ওপর হামলা চালায়। সিরাজদীখান থানার ওসি ইয়ারদৌস হাসান জানান, চারজনকে আটক করা হয়েছে। এদিকে উপজেলার বালুরচর ইউনিয়নে বিএনপির প্রার্থী আমিন উদ্দিন চৌধুরীর নির্বাচনী ক্যাম্পে হামলা করেছে ইউনিয়ন যুবদলের নেতা শাহ আলমের লোকজন। দলীয় মনোনয়ন পেতে ব্যর্থ হয়ে এ হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় পুলিশ শাহ আলমসহ তিনজনকে আটক করেছে।

খুলনা ব্যুরো জানায়, গতকাল সকাল ১০টার দিকে বিএনপির প্রার্থী ও উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবদুর রকিব মল্লিক তার কর্মীদের নিয়ে জুট মিল গেট সংলগ্ন আবুল গাজীর দোকানের সামনে গণসংযোগ করছিলেন। এ সময় আওয়ামী লীগের প্রার্থী জিয়া গাজীর ভাই মিজান গাজীসহ ৩০-৩৫ জনের একটি দল তাদের ওপর হামলা চালায়। এতে বিএনপি প্রার্থীর ১২ কর্মী আহত হন। গুরুতর আহত অবস্থায় বিএনপি প্রার্থীর ছোট ভাই সেলিম মল্লিক ও সিদ্দিক নামে আরেক কর্মীকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে গতকাল জিয়ানগরে আওয়ামী লীগ প্রার্থী কবির হোসেন বয়াতির চাচাতো ভাই মিরাজ হোসেন বয়াতি উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি আবুল কালাম সিকদারকে রড দিয়ে পিটিয়ে আহত করেছে।

রায়গঞ্জ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি জানান, গতকাল বেলা ১১টার দিকে রায়গঞ্জ উপজেলার ব্রক্ষগাছা ইউনিয়নের হাতেম হাসিল ভাতহাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ চত্বরে বিদ্রোহী প্রার্থী জনসভা করছেন– এমন খবরে আওয়ামী লীগের প্রার্থী গোলাম সরওয়ার লিটনের কর্মীরা লাঠিসোটা নিয়ে সেখানে হামলা চালায়। ভাংচুর করা হয় আশপাশের কয়েকটি দোকান। তাদের হামলায় আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী নাসির উদ্দিন মাহমুদ নাজিরের কমপক্ষে ১৫ সমর্থক আহত হন। এ সময় পুলিশ ফাঁকা গুলি ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

তিতাস (কুমিল্লা) সংবাদদাতা জানান, গতকাল উপজেলার কলাকান্দি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের বিবদমান দুই গ্রুপে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে আহত হয়েছেন উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন। স্থানীয়রা জানান, ইউপি নির্বাচন সামনে রেখে উপজেলা আওয়ামী লীগের একাংশের যুগ্ম সম্পাদক ইব্রাহিম ও অপর অংশের যুগ্ম সম্পাদক নাছির গ্রুপের মধ্যে পূর্ববিরোধ আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই গ্রুপ গতকাল দেশি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এতে উভয় পক্ষের ২০ জন আহত হন।